দৈনিক ইত্তেফাক

১৩৭

তারিখ ... 19 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 6

৪৪

আইন-আদালত

# ঢাঃ বিঃ শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে ভিসিসহ কয়েকজনের উপর রুলনিশি জারি

( স্টাফ কোর্ট রিপোর্টার )

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে মাহফুজুল ইসলামকে নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম কেন অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতা-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরসহ [illegible] উপর রুল জারি করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদপ্রার্থী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহম্মদ রেজাউল করিম রীট পিটিশনে উল্লেখ করেন, বিগত জানুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে একটি স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক ও একটি স্থায়ী প্রভাষকের পদ পূরণের জন্য পত্রিকা মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে প্রার্থীর তিনটি যোগ্যতা

( ৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

## আইন-আদালত

(৩য় পৃঃ পর)

নির্ধারণ করা ছিল। যথা, প্রার্থীকে ইসলামের ইতিহাসে অনার্স অথবা এম, এ পরীক্ষার যে কোন একটিতে অথবা উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত হইতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা ও আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাস বিষয়ে এম, এ, ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

তিনি রীট পিটিশনে আরও উল্লেখ করেন, গত ১২ই জুন উক্ত পদে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সহকারী অধ্যাপক পদে তিনিসহ চারজন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহণঅন্তে উক্ত পদে মাহফুজুল ইসলামকে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন কমিটি কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। অথচ তিনি বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে পারেন নাই।

তিনি রীট পিটিশনে উল্লেখ করেন, সহকারী অধ্যাপক পদে অপর তিনজন প্রার্থী এম, এ, তে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত। তিনি এম, [illegible] শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্থায়ী প্রভাষক হিসাবে প্রায় পাঁচ বৎসর ও সহকারী অধ্যাপক পদে দেড় বৎসরে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ছাত্র জীবনে দুইবার চ্যান্সেলর ও একবার ভাইস-চ্যান্সলর স্বর্ণপদক লাভ করেন।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে মাহফুজুল ইসলামের নিযুক্তির ব্যাপারে মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া রীট পিটিশন পেশ করেন। তাঁহার পক্ষে আইনজীবীর বক্তব্য শুনানি শেষে মাননীয় বিচারপতি নরুল হক ভুঁইয়া ও বিচারপতি মইনুর রেজা চৌধুরী সম্প্রতি উক্ত রুল জারি করেন। সেই সাথে বিচারপতিদ্বয় মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম দুই মাসের জন্য কার্যকর করা হইতে বিরত থাকার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। ব্যারিষ্টার আমীর উল ইসলাম আবেদনকারীর পক্ষে নিবেদন পেশ করেন। তাঁহাকে সহায়তা করেন এ, এইচ, এম, জাহাঙ্গীর চৌধুরী।